বালক সাউতুন

১. সাউতুন ছিল উইগুরজাতির একটি কিশোর বালক। সত্যিই সে ছিল একজন নিরীহ এবং সৎ ছেলে। সে তার মামার সঙ্গে মাছ ধরে জীবনযাপন করতো।
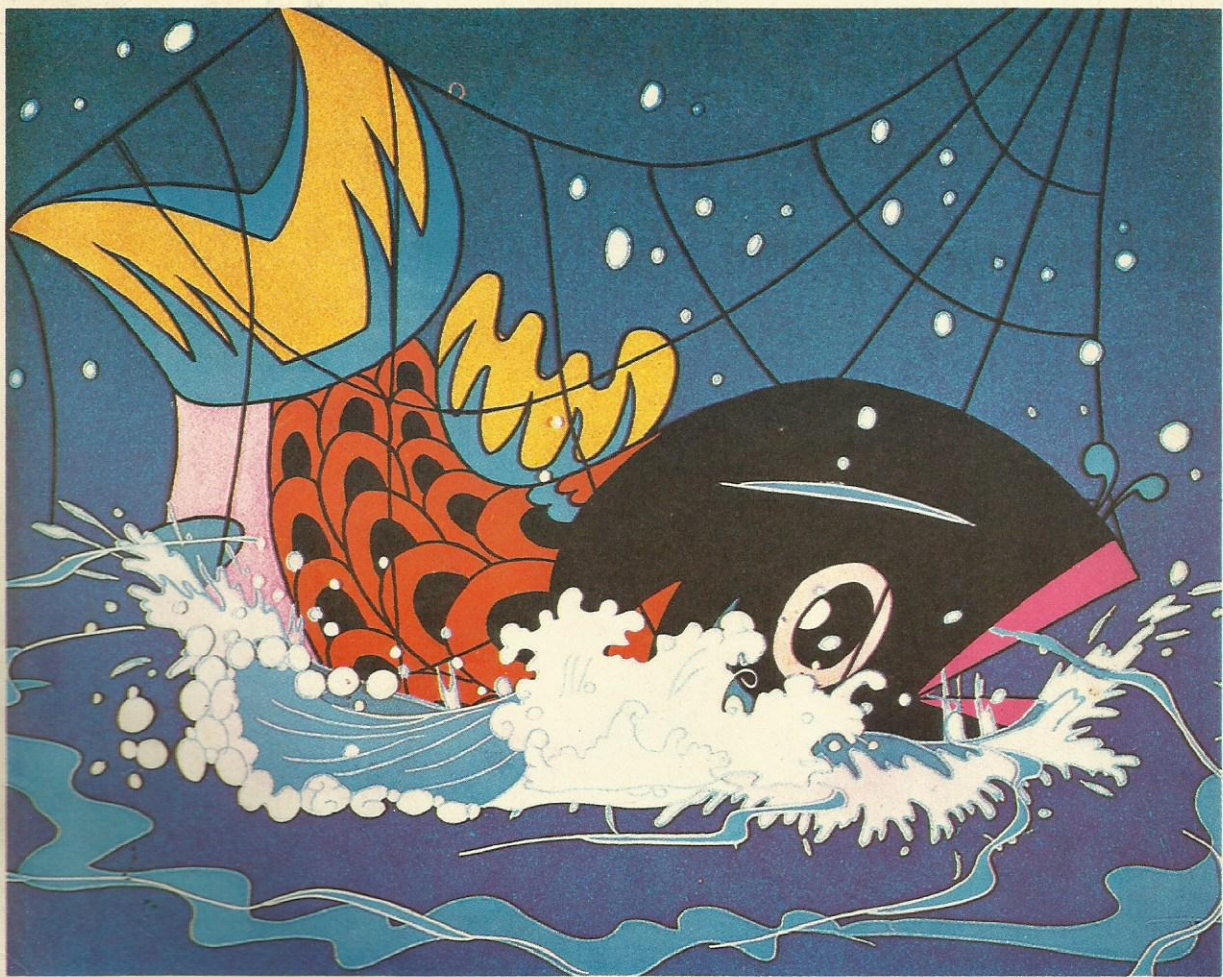
২. একদিন তারা নদীতে জাল ফেলল। কিছুক্ষণ পর, নদীর উপর ঢেউ তোলপাড় হয়ে উঠল, মনে হচ্ছে একটা প্রকাণ্ড রুই মাছ যেন জালে পড়েছে।

৩. মামা বেশ খুশীতে সাউতুনকে তার সঙ্গে জাল টানতে বলল। কিন্তু সর্বশক্তি দিয়েও তারা মাছটিকে টেনে তুলতে পারে না।

৪. মামা রুইটিকে টুকরো করে কেটে ফেলার জন্য কাটারি আনতে বাড়িতে ফিরে গেল। এই সুযোগ বুঝে রুইমাছটি তাকে ছেড়ে দেবার জন্য সাউতুনকে খুব কাকুতি-মিনতি করতে থাকে। মাছের প্রতি সাউতুনের বেশ সহানুভূতি হল। কিন্তু সে ভাবে মাছটিকে ছেড়ে দিলে মামাকে কি ভাবে বোঝাবে!

৫. সাউতুন ইতস্ততঃ করছে এমন সময়ে সে দেখল তার মামা হাতে কাটারি নিয়ে হাসিমুখে দৌড়ে আসছে। আর দ্বিধা না করে সে রুইটিকে বলল, "তাড়াতাড়ি পালাও!"

৬. সাউতুন ভান করে সে যেন আর জাল টেনে রাখতে পারছে না। সে জোরে চেঁচিয়ে বলল, ''মামা, তাড়াতাড়ি আসুন! আমি আর ধরে রাখতে পারছি না।''

৭. সাউতুন এত বড় একটি রুইকে ছেড়ে দিল দেখে তার মামা ভীষণ রেগে গিয়ে তাকে মারতে শুরু করে। সাউতুন দৌড়ে পালাচ্ছে।

৮. ঠিক এই সময়ে রুই মাছ জলের উপর লাফ দিয়ে উঠে বলল, ''বাছা, তাড়াতাড়ি আমার পিঠে উঠে বস!'' সাউতুন একলাফে মাছের পিঠের উপর বসে পড়ল।

১১. সে একটি জীর্ণ শহরে ঢুকতে যাবে এমন সময়ে একটি বিরাট অজগর সাপ তার পথ আগলে দাঁড়াল।

১২. সাউতুন ভয়ে ছোট একটি পাহাড়ে উঠল।
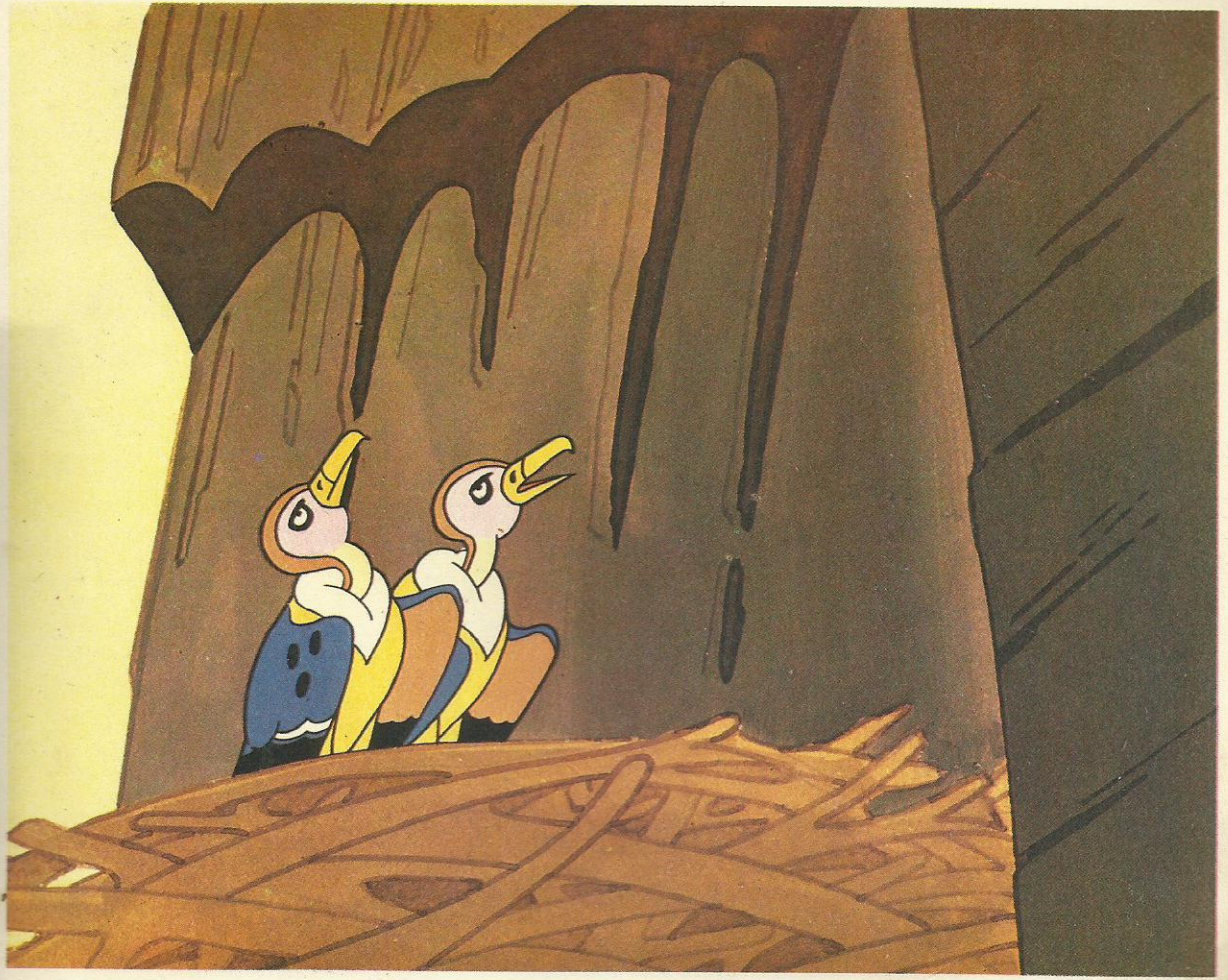
১৩. অজগর তার পিছনে তাড়া করতে থাকে। সাউতুন পাহাড়ের খাড়া দিক এড়িয়ে অন্যদিকে যাচ্ছে এমন সময়ে অজগর হঠাৎ দুটি ঈগল ছানা দেখতে পেল। সে তো মহা খুশী।

১৩

১৪. বিরাট অজগরটি ঈগল ছানাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঈগল ছানারা চিৎকার করে উঠে : ‘‘বাঁচাও! বাঁচাও!’’
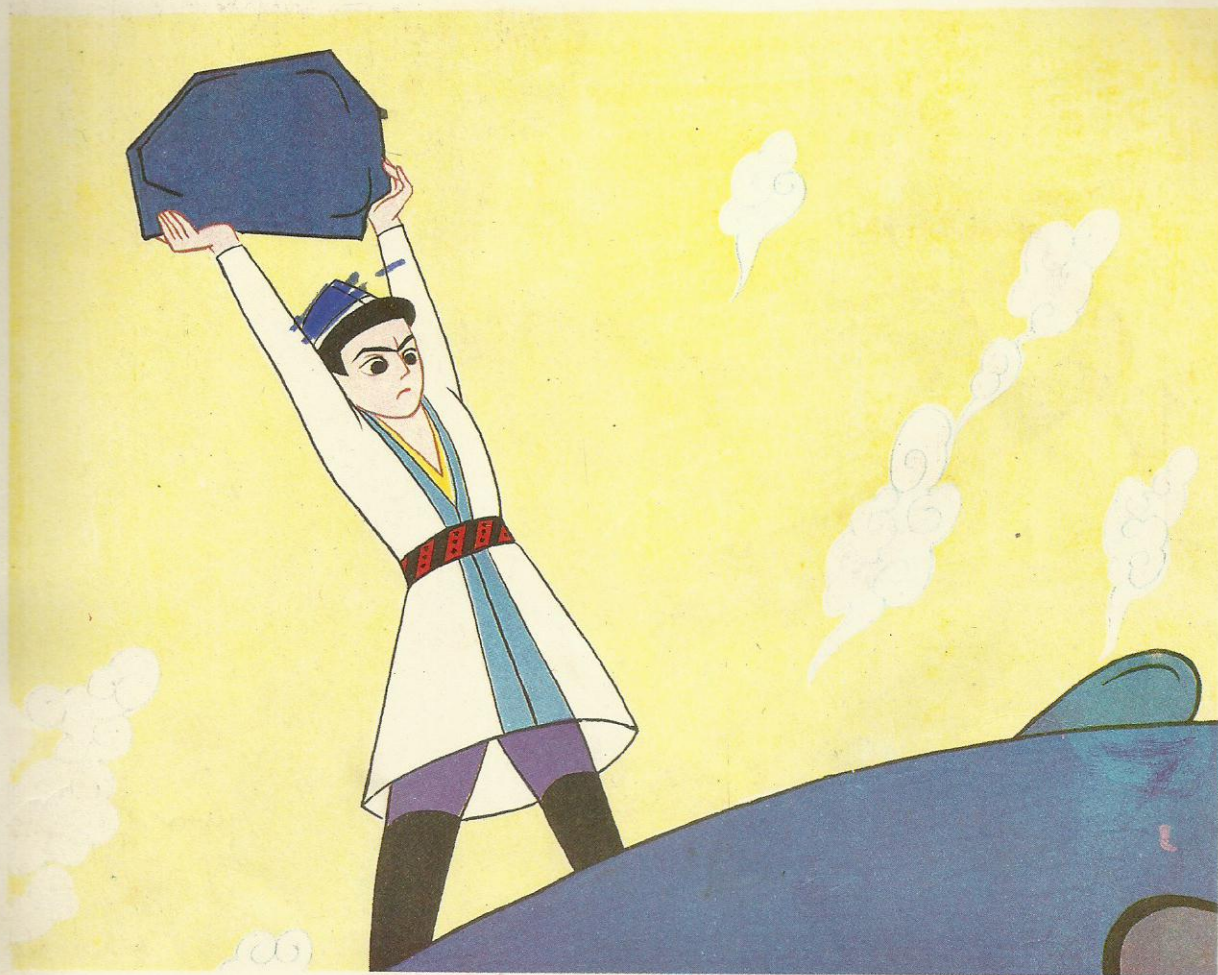
১৫. সাউতুন চটপট করে একটি খুব বড় পাথর তুলে জোরে অজগরের উপর ছুড়ে ফেলে।
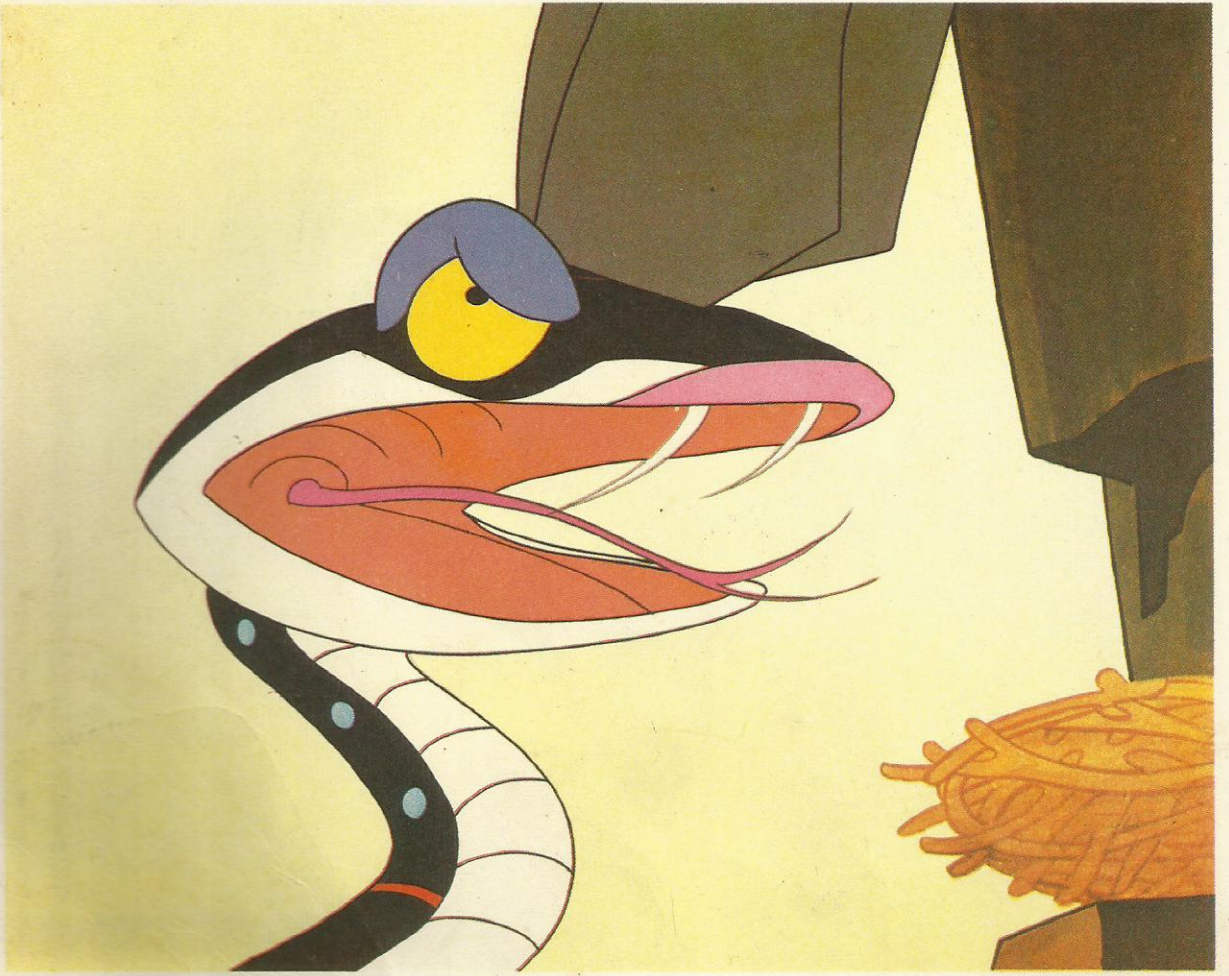
১৬. হিংস্র অজগর আহত হয়ে পাহাড় থেকে নীচে পড়ে গেল।

১৭. ঈগল ছানাদের মা ফিরে এসে আনন্দে ডানা মেলে সাউতুনকে বলল : "তুমি আমার বাচ্চাদের প্রাণ বাঁচিয়েছ, তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ!"

১৮. ঈগলমা সাউতুনকে কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য একটি পালক তুলে তাকে দিয়ে বলল: "এর পরে কোন বিপদে পড়লে এই পালক হাতে নিয়ে তিন বার নাড়াবে, সঙ্গে সঙ্গে আমি তোমাকে সাহায্য করতে আসব।" সাউতুন পাহাড় থেকে নামল।

১৯. পাহাড়ের পাদদেশে কয়েকটি শেয়ালছানা বিভ্রান্ত হয়ে ছুটাছুটি করছে এবং কাতর স্বরে চিৎকার করছে।
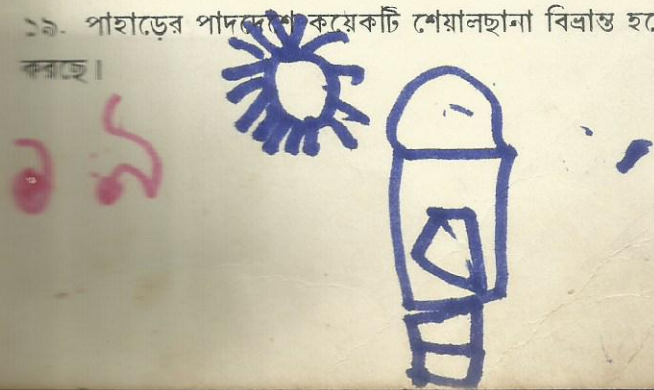
২০. সাউতুন তাদের কাছে এসে একটা শেয়ালছানাকে কোলে তুলে নিয়ে স্নেহের স্বরে জিজ্ঞাসা করল, "কী হয়েছে?" শেয়ালছানাটি বলল যে তাদের মা ফাঁদে পড়েছে। মাকে বাঁচাবার জন্য সে সাউতুনকে অনুরোধ করে।

২১. সাউতুন ফাঁদের ফাঁস খুলে শেয়ালমাকে ছাড়াতে যাচ্ছে ঠিক এ সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে একজন শিকারী ওখানে এসে উপস্থিত হল। শিকারী শেয়ালমাকে মেরে ফেলতে চায়।
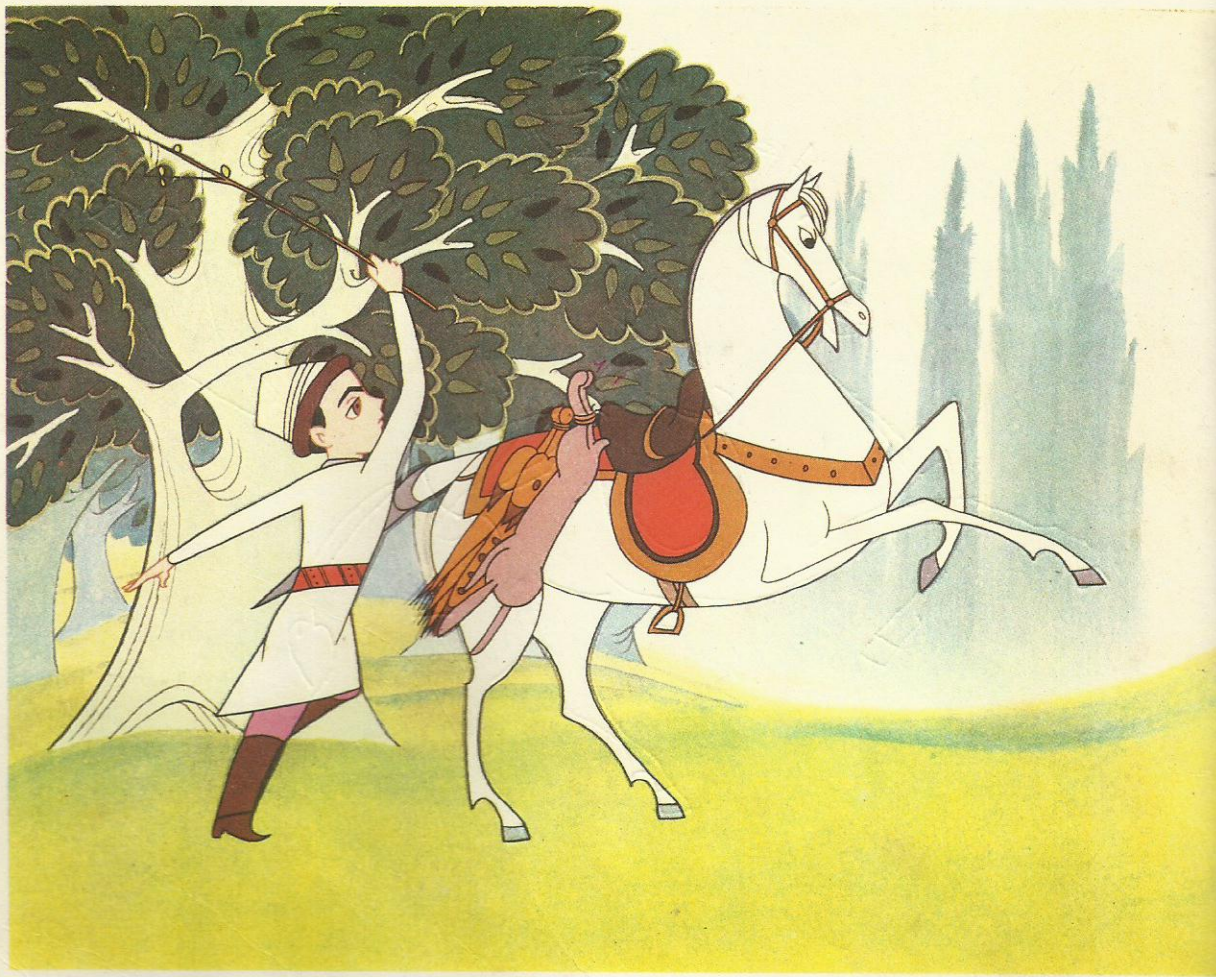
২২. এই সংকট মুহূর্তে সাউতুনের মনে হঠাৎ একটি বুদ্ধি এল। সে শিকারীর ঘোড়াকে গাছ থেকে খুলে তাড়িয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে বলে : "ঘোড়া পালিয়েছে! ঘোড়া পালিয়েছে!"

22
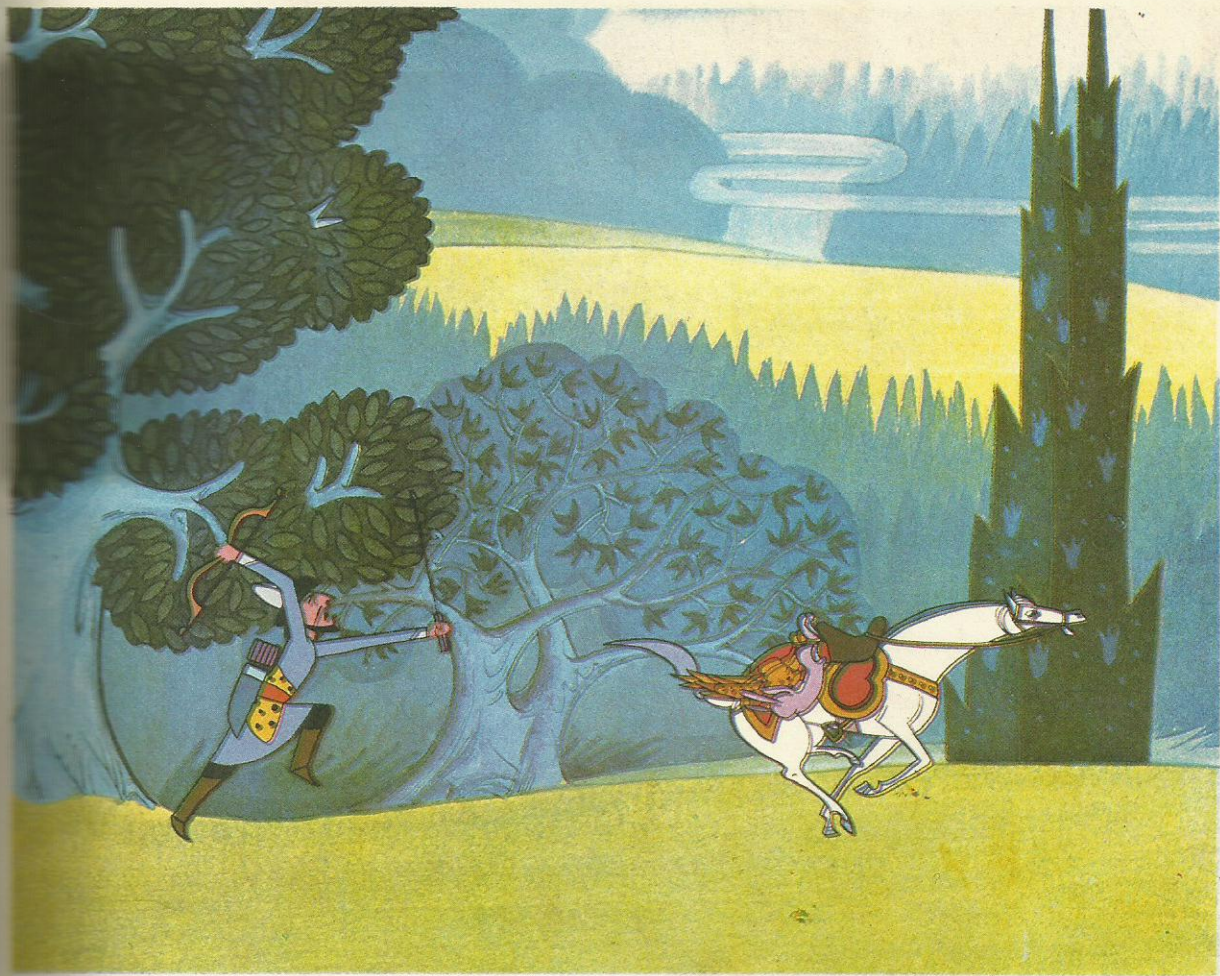
২৩. শিকারী এইকথা শুনে ছোরা রেখে আর কিছু না ভেবে ঘোড়ার পিছনে ধেয়ে যায়।

২৪. এবারে শেয়ালমা রেহাই পেল। সে সাউতুনকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলে : ''ভবিষ্যতে তোমার যদি আমার সাহায্যের দরকার হয়, তাহলে এই পাহাড়ের পাদদেশে এসে তিনবার 'লাল শেয়াল' বলে ডাকবে। আমি সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে সাহায্য করতে আসব।'' তারপর তারা ওখান থেকে চলে যায়।
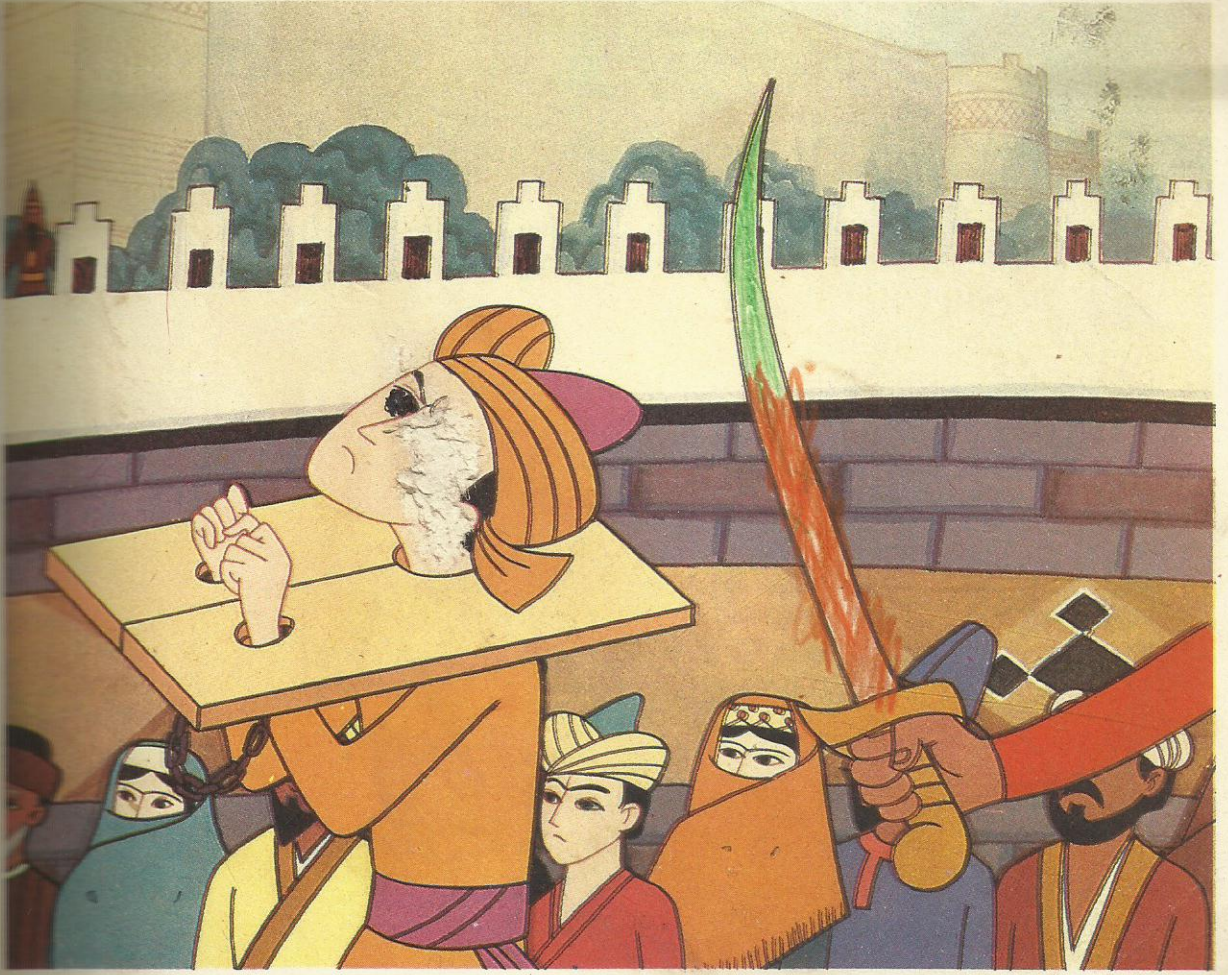
২৫. সাউতুন একটি শহরে এল যেখানে লোকেরা ভয়ে দিন কাটায়। সে দেখল এক দল সৈন্য একটি সুন্দর যুবককে বেঁধে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে।

২৬. আসলে এই যুবকের কোনো অপরাধ ছিল না। সে শুধু রাজকুমারীকে তার সঙ্গে বিয়ের জন্য অনুরোধ জানিয়েছিল। কিন্তু সে রাজকুমারীর শর্ত পূরণ করতে পারে নি। তাই তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। শহরের লোকেরা খুবই অসন্তুষ্ট। কিন্তু কারও প্রতিবাদ করার সাহস নেই।
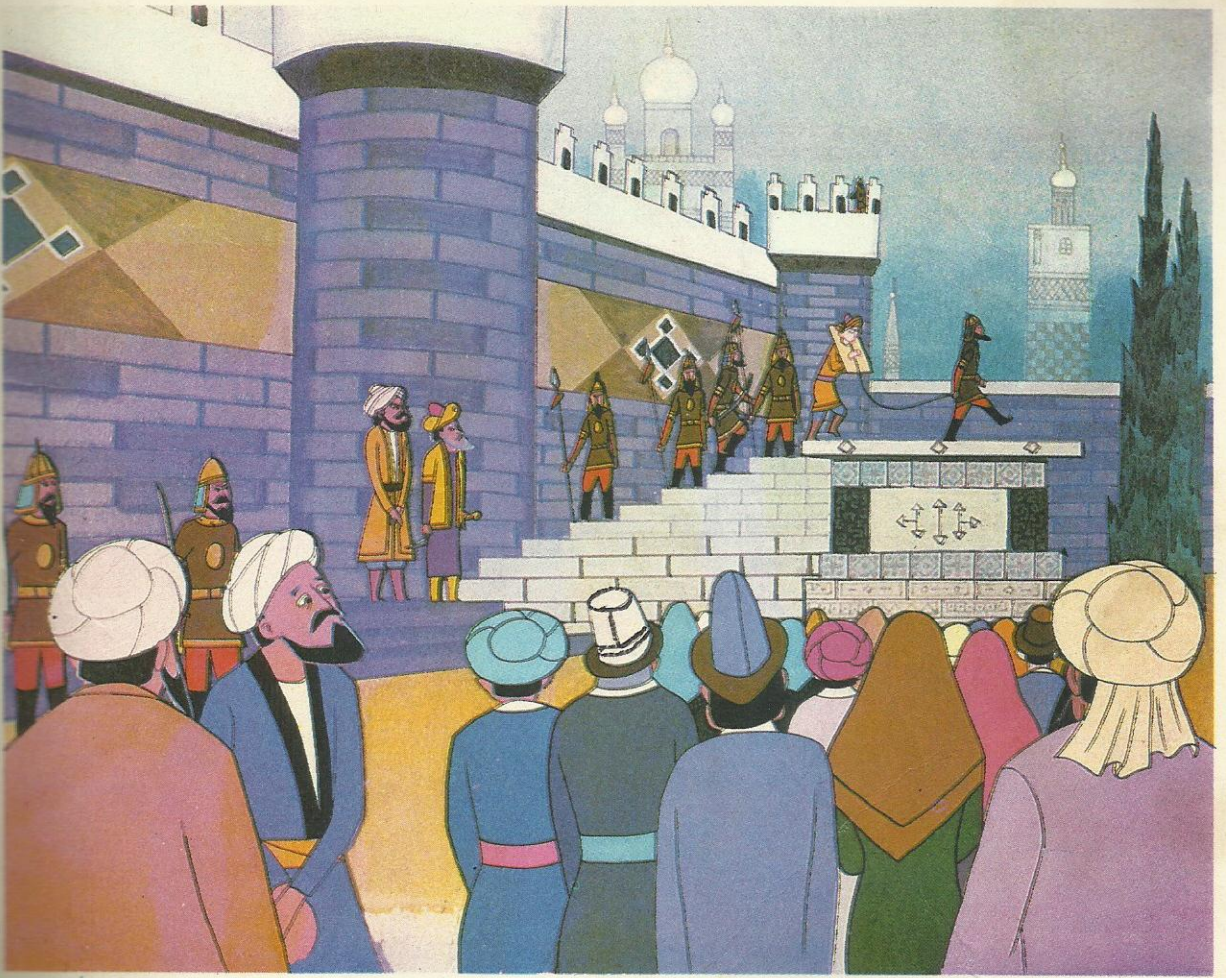
২৭. রাজকুমারীর একটি যাদু-আয়না আছে, যাতে আকাশ-পাতাল সবকিছুই দেখা দেয়। যারা রাজকুমারীকে বিয়ের অনুরোধ জানায় সেই সব যুবকদের তিন দিনের জন্য লুকিয়ে থাকতে হবে। রাজকুমারীর যাদু-আয়নায় যার মুখ দেখা যাবে না তাকেই রাজকুমারী বিয়ে করবে। নইলে যুবককে মেরে ফেলা হবে। এই যুবকটি হল এমন ধরণের ষোড়শতম যুবক।

২৭

২৮. এসব কথা শুনে সাউতুন ভীষণ ক্ষেপে গিয়ে রাজকুমারীকে বিয়ের অনুরোধ জানাবার জন্য সোজা রাজপ্রাসাদে যায়।

২৯. রাজকুমারী মনে করে যে তার যাদু-আয়নার ক্ষমতার সীমা নেই। সে সাউতুনকে হেয় জ্ঞান করে তিনটি আঙ্গুল তুলে যেন সাবধান করে দিল। অর্থাৎ, তিন দিনের মধ্যে যাদু-আয়নায় তার মুখ দেখা দিলে তাকে হত্যা করা হবে।

৩০. সাউতুনের ঐ রুই মাছের কথা মনে হল। সে নদীর তীরে এসে চিৎকার করে ডাকে : ‘‘রুই মা! রুই মা!’’

৩১. সঙ্গে সঙ্গে প্রকাণ্ড রুই মাছ তার কাছে এসে গেল। সে রুইমাকে বলে : ''আপনি আমাকে লুকিয়ে রাখুন। যদি কেউ আমাকে খুঁজে বের না করতে পারে, তাহলে আমি অনেক লোককে বাঁচাতে পারব। আর তা না হলে আমিও মারা যাব।''

৩২. রুই মাছ ইতস্ততঃ না করে মুখে খুলে বলল : "আমার বন্ধু, তোমার যদি অন্ধকারে কোন অসুবিধা না হয়, তাহলে আমার পেটের মধ্যে লুকিয়ে যাও!" সাউতুন একলাফে তার মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ল।
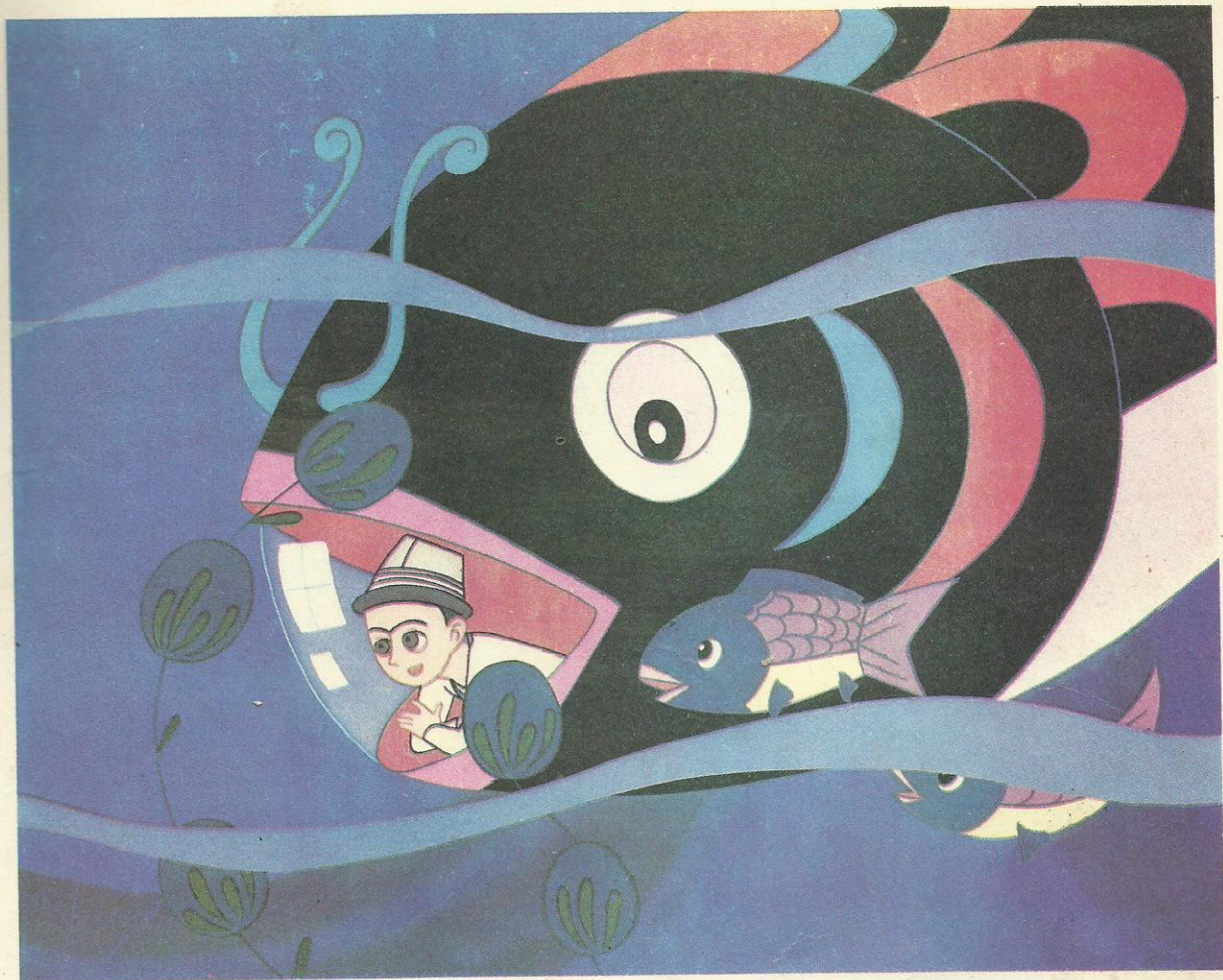
৩৩. তারপর ঐ প্রকাণ্ড রুই মাছ নদীর তলায় এসে ঘোলাজল ও বালির মধ্যে লুকিয়ে থাকে।
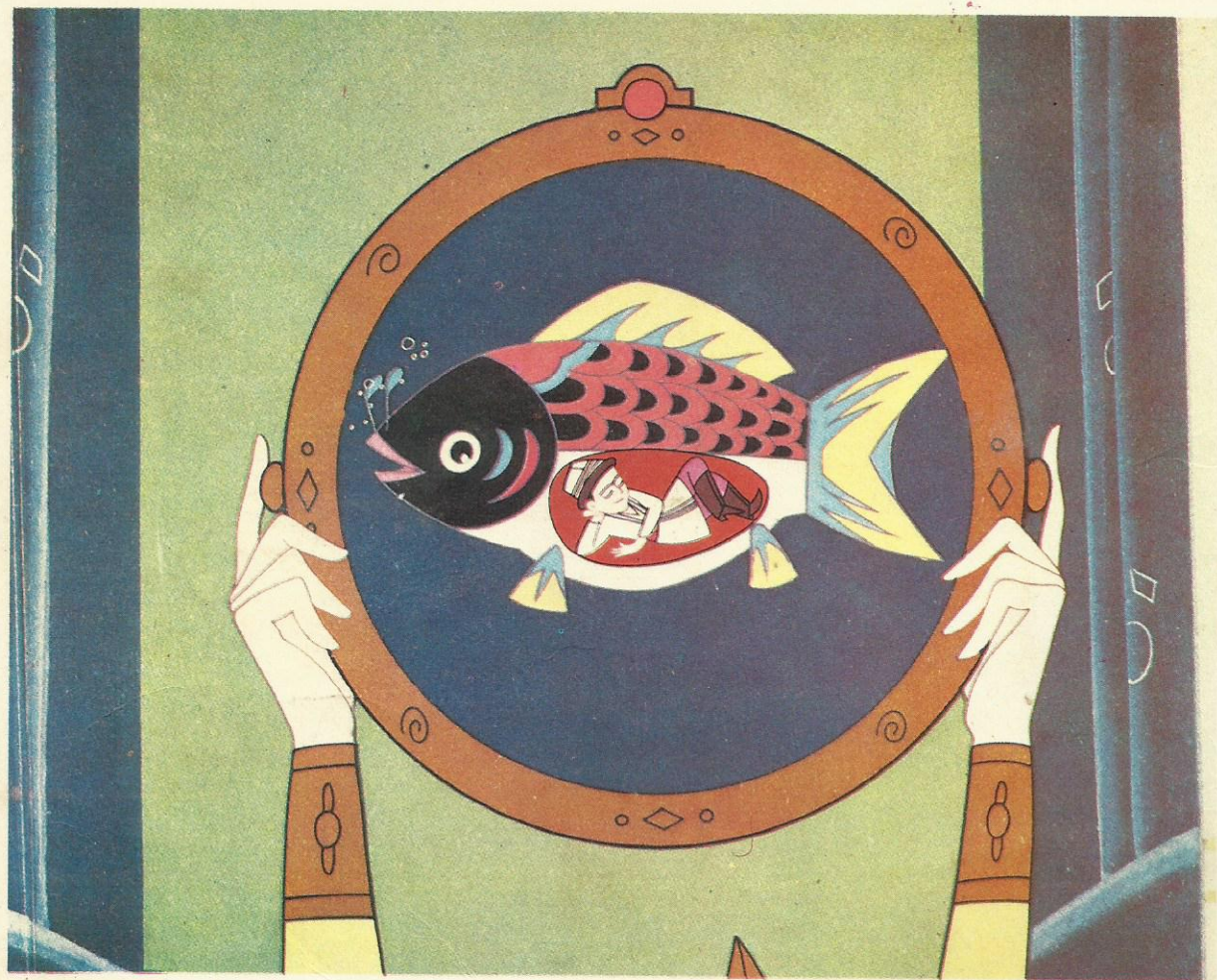
৩৪. রাজকুমারী যাদু-আয়না তুলে সহজেই রুইয়ের পেটে সাউতুনকে দেখতে পায়।
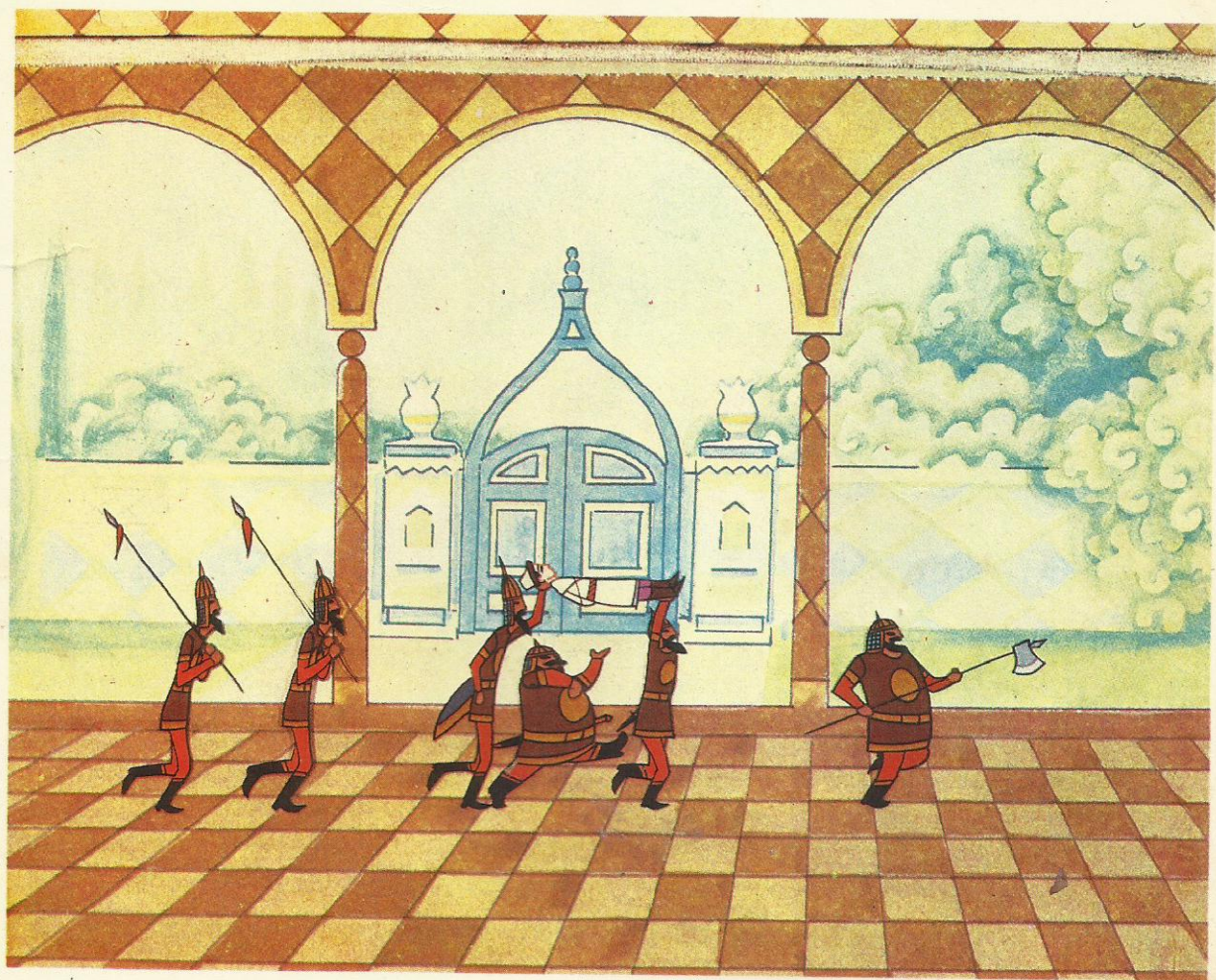
৩৫. কয়েকজন সৈন্য রাজকুমারীর নির্দেশে শীঘ্রই সাউতুনকে রুইয়ের পেট থেকে ধরে নিয়ে আসে।
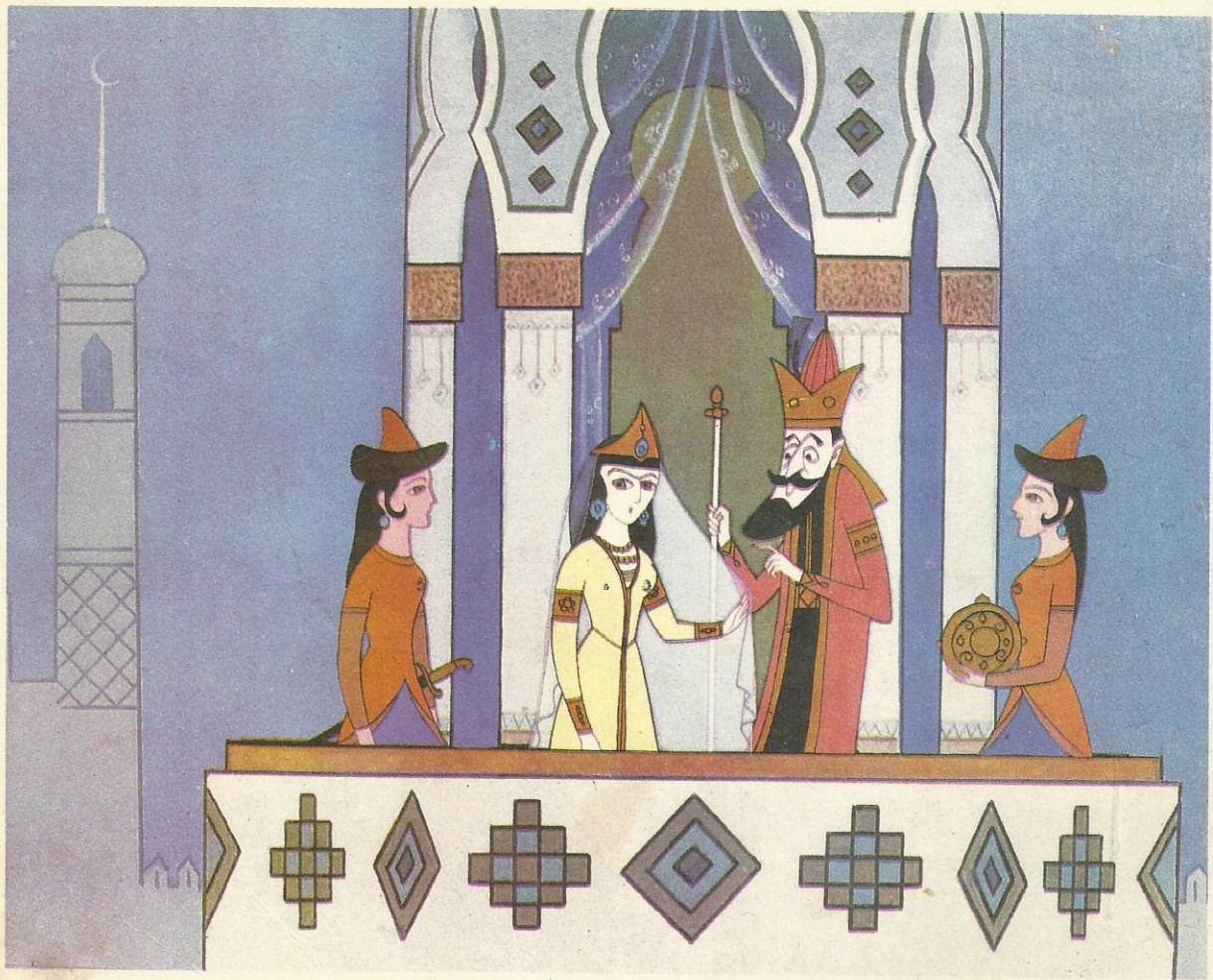
৩৬. সৈন্যরা যখন তাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাবে এমন সময়ে রাজা ব্যস্তসমস্ত হয়ে এসে কন্যাকে বলেন : ''মা, ও মাছের পেটে লুকাতে পারে। কী আশ্চর্য! ওকে মুক্তি দিয়ে আর একবার লুকানোর সুযোগ দাও!''

৩৬
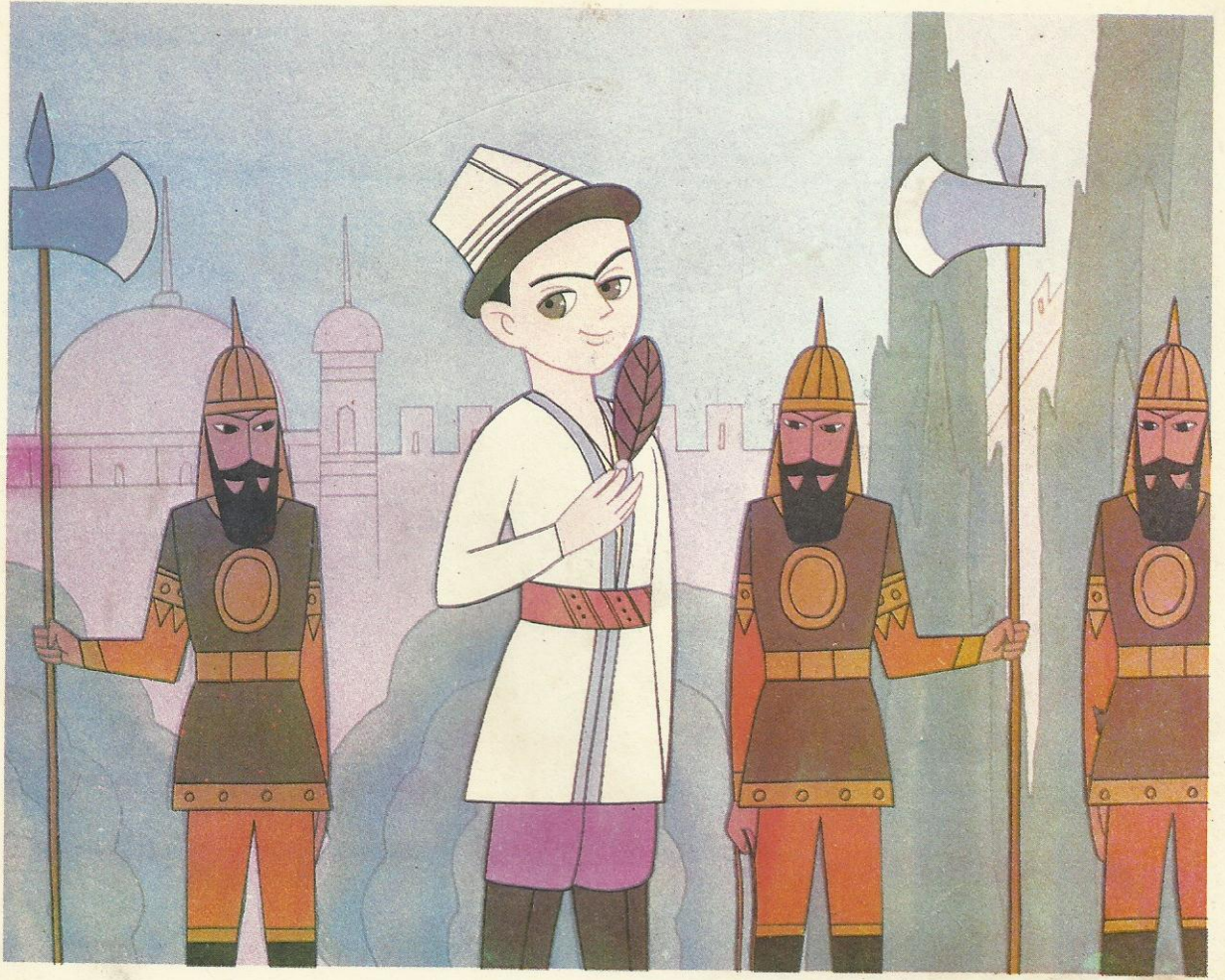
৩৭. সাউতুন রাজপ্রাসাদের বাইরে এসে ঈগলের দেয়া পালকটি বের করে তিনবার নেড়ে সাহায্যের জন্য ঈগলকে অনুরোধ জানায়।

৩৭
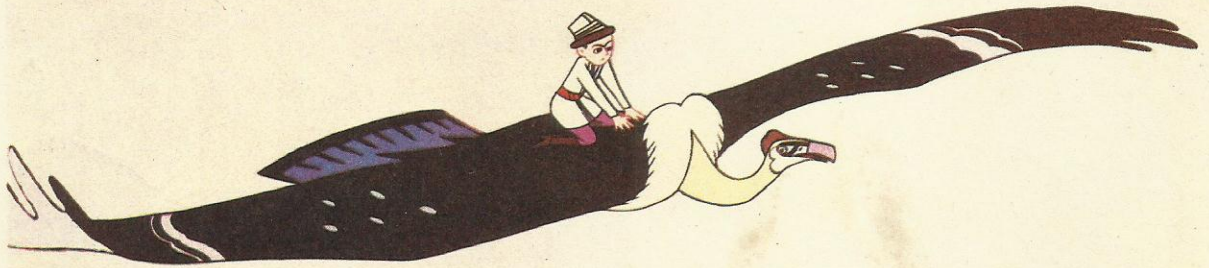
৩৮. চোখের পলকে, ঈগল উড়ে আসে। সাউতুন তার পিঠে বসে মেঘের মধ্যে উড়ে যায়।

৩৯. তিন দিন শেষ হবার পর রাজকুমারী আবার যাদু-আয়নায় আকাশের মেঘের মধ্যে উড়ন্ত ঈগলের পিঠে সাউতুনকে দেখতে পায়।

৩৭

৪০. সৈন্যরা খাগড়া গাছের পিছনে লুকিয়ে থাকে। যখন ঈগল খুব পিপাসায় হ্রদে জল খেতে আসে তখন তারা সাউতুনকে ধরে ফেলে।

৪১. এইবারে রানীর অনুরোধে রাজকুমারী সাউতুনকে আর একবার লুকানোর সুযোগ দিল। সাউতুন শেয়ালমাকে ডেকে আনে। সে শেয়ালমাকে তিন দিনের জন্য এমন একটি সুড়ঙ্গ খনন করতে বলে যার ভিতর দিয়ে রাজকুমারীর ঘরের নীচে পৌঁছানো যায়।

৪২. শেয়ালমা বলল : "এ আর এমন কি কঠিন কাজ!" বলার সঙ্গে সঙ্গে সে পা দিয়ে নীচে সুড়ঙ্গ খনন করতে থাকে এবং তার বাচ্চারাও তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে।

৪৩. ঠিক তিন দিনের মেয়াদের মধ্যে সুড়ঙ্গ শেষ হয়েছে। সাউতুন তাড়াতাড়ি সুড়ঙ্গে ঢুকে রাজকুমারীর ঘরের নীচে লুকিয়ে থাকে।
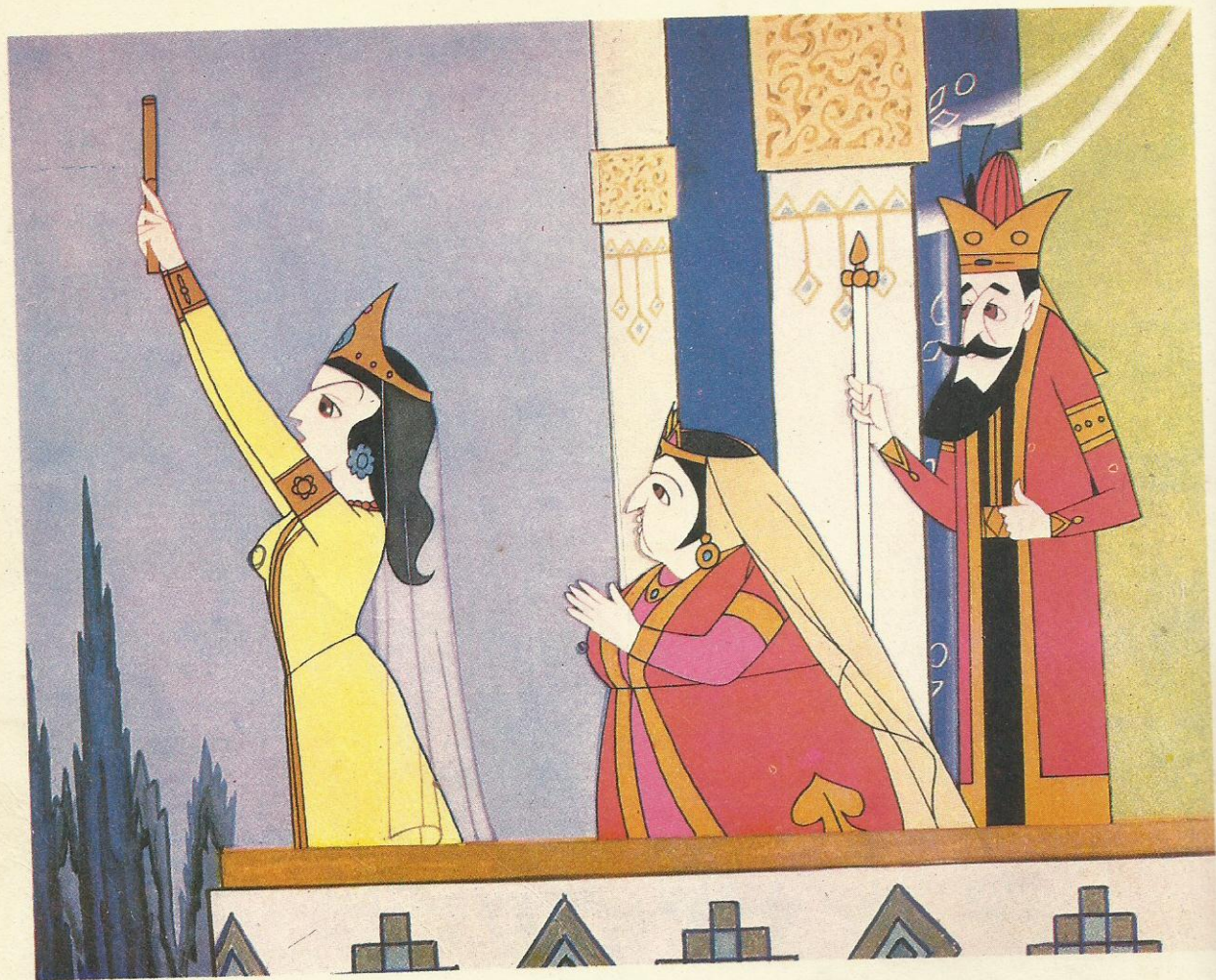
৪৪. রাজকুমারী যাদু-আয়নায় তন্ন তন্ন করে খুঁজল, কিন্তু কোথায়ও সাউতুনকে দেখতে পায় না।
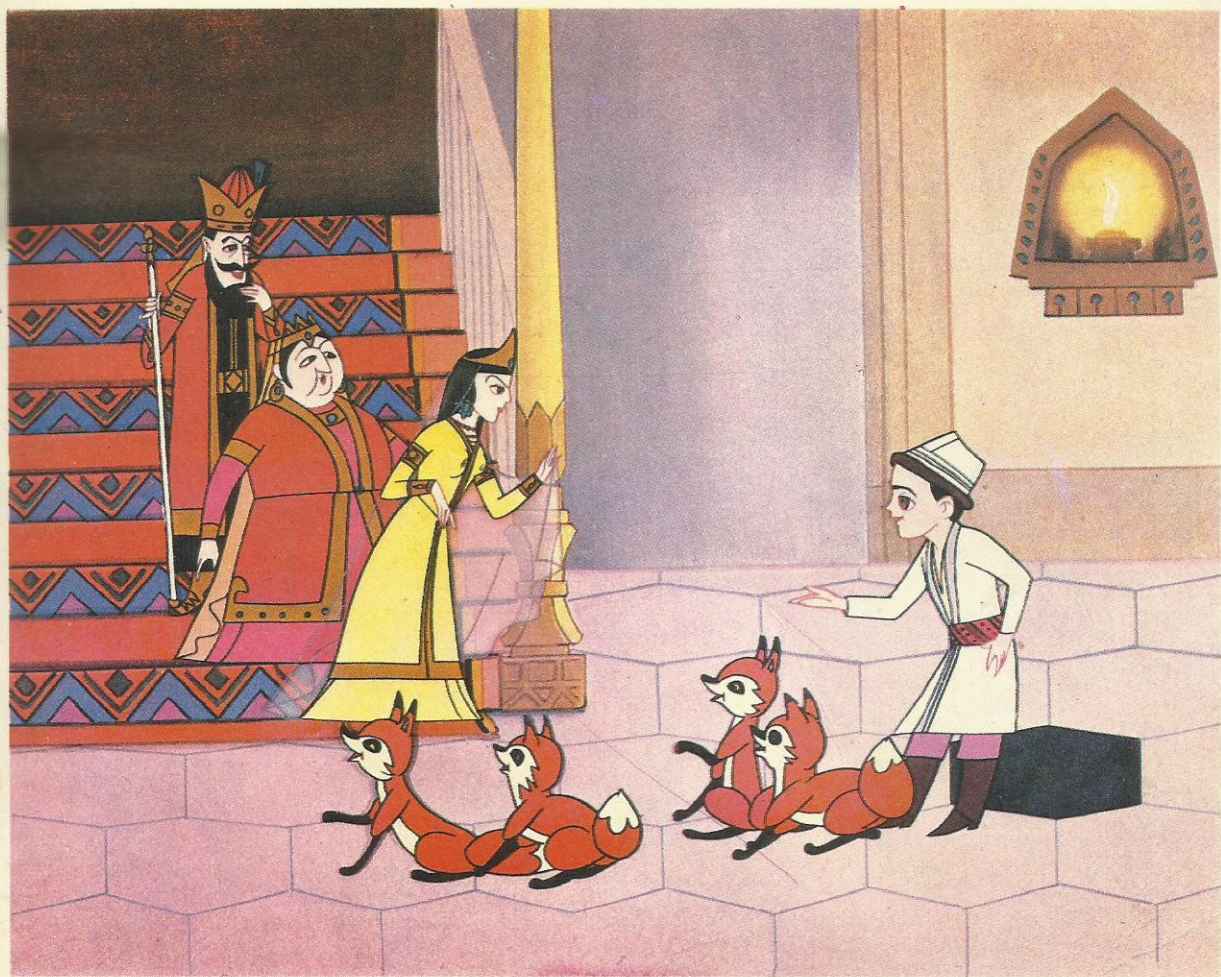
৪৫. রাজকুমারী বিষন্নমনে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সে ভাবতেই পারে নি যে মাটির নীচে থেকে সাউতুনের আবির্ভাব হবে। সাউতুন আনন্দে তাকে বলে: "এবার তোমার পরাজয় স্বীকার করতে হবে।"

৪৬. রাজা ও রাণী খুব খুশী হয়ে সাউতুনকে বললেন : ‘‘আমাদের শর্তানুযায়ী তুমি আমাদের জামাই হলে।’’

৪৭. শেষে রাজকুমারী সাউতুনের সঙ্গে বিয়ে করতে রাজী হল। লজ্জায় সে পর্দা দিয়ে মুখ ঢাকে।

৪৮. রাজপ্রাসাদে বাদ্য বেজে উঠেছে। সখীরা আনন্দে নাচছে। বিরাট বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছে।
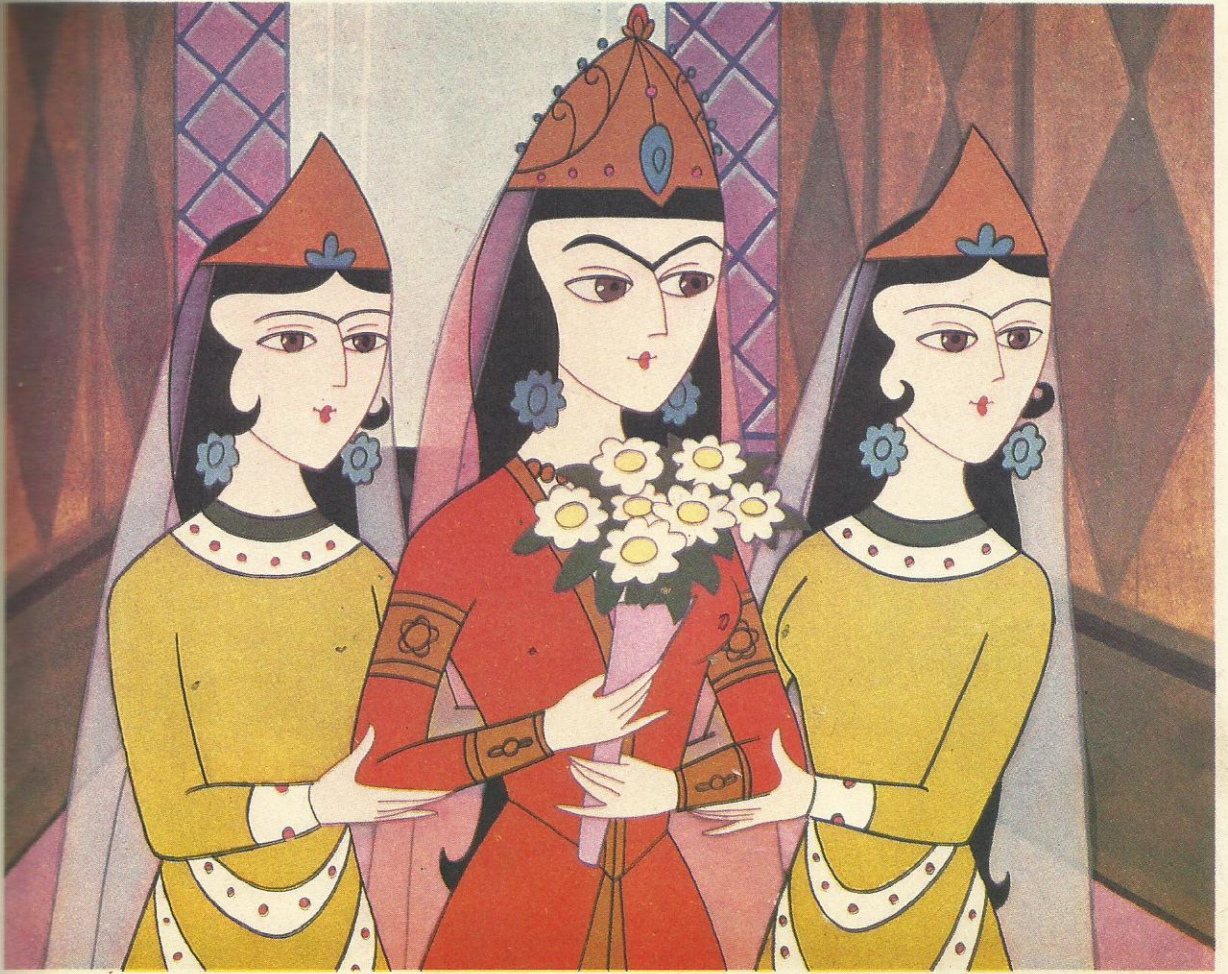
৪৯. বাজনার আওয়াজের মাঝে রাজকুমারী সহচরীদের সঙ্গে অন্দরমহল থেকে ধীরে ধীরে আসছে। রাজকুমারীর পরণে সুন্দর বিয়ের সাজপোষাক এবং হাতে সদ্য ফোটা ফুলের তোড়া। তাকে অপূর্ব সুন্দরী দেখাচ্ছে।

৫০. যারা অভিনন্দন জানাতে এসেছে তাদের অভ্যর্থনা করার জন্য এবং প্রাসাদের সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীদের জন্য রাজা এক বিরাট ভোজসভার আয়োজন করেছেন।
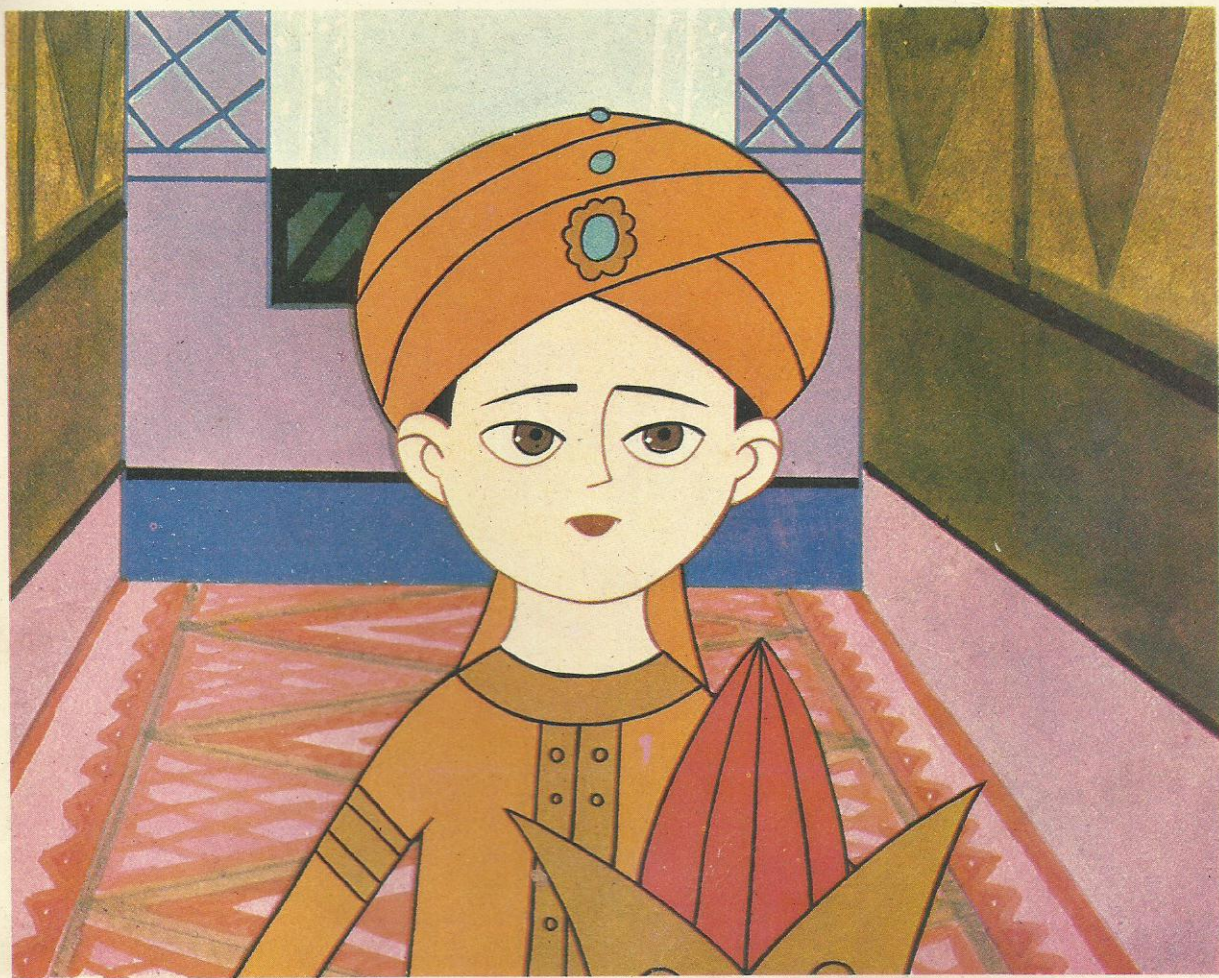
৫১. হঠাৎ একজন কর্মচারী বরের টোপর নিয়ে এসে সবার সামনে এসে বলে : "সাউতুন এই রাজকুমারীকে বিয়ে করতে চায় না। সে চলে গেছে।"
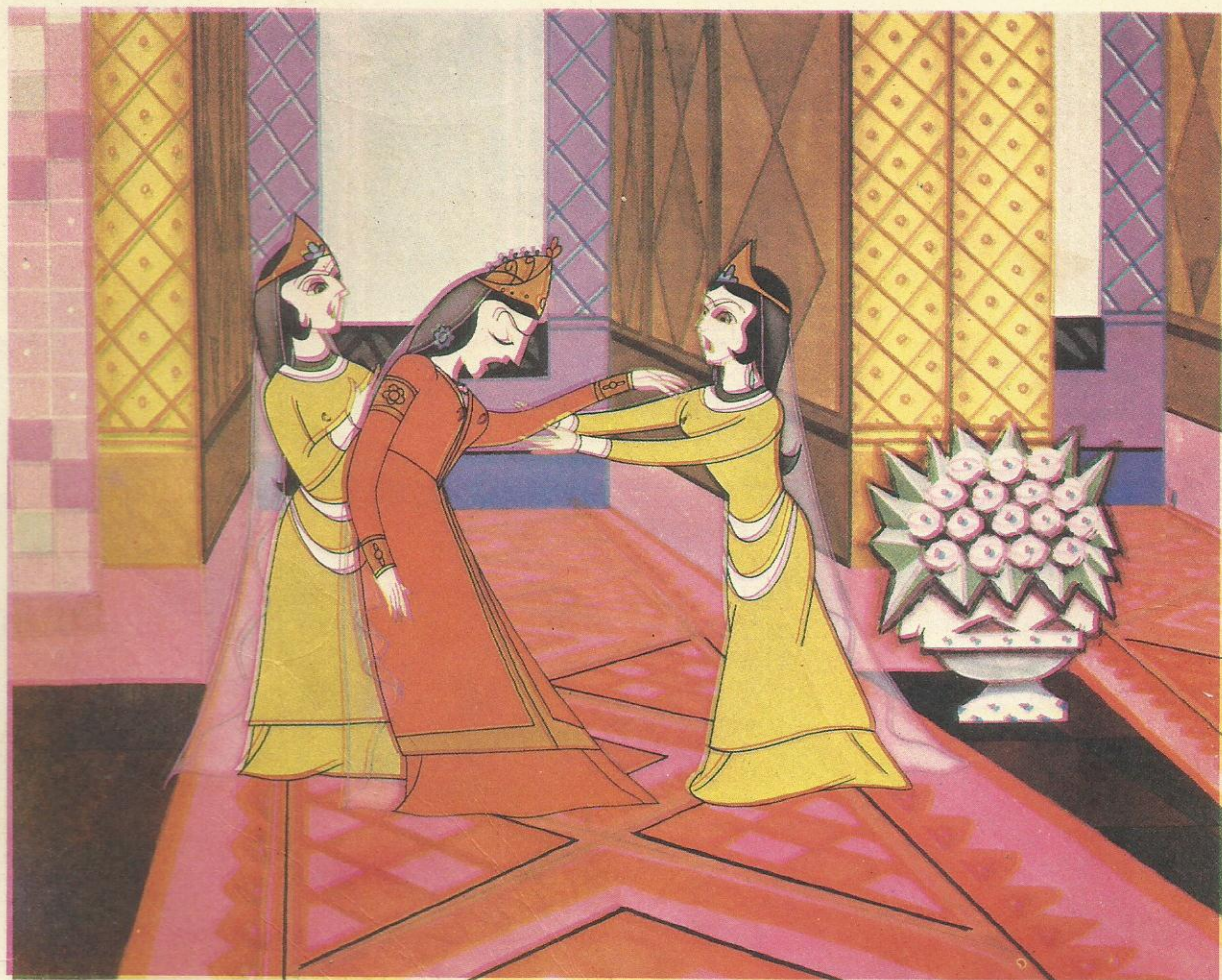
৫২. এই কথা শুনে রাজকুমারীর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায় সে চিৎকার করে অসাড় হয়ে মাটিতে পড়ে যায়।
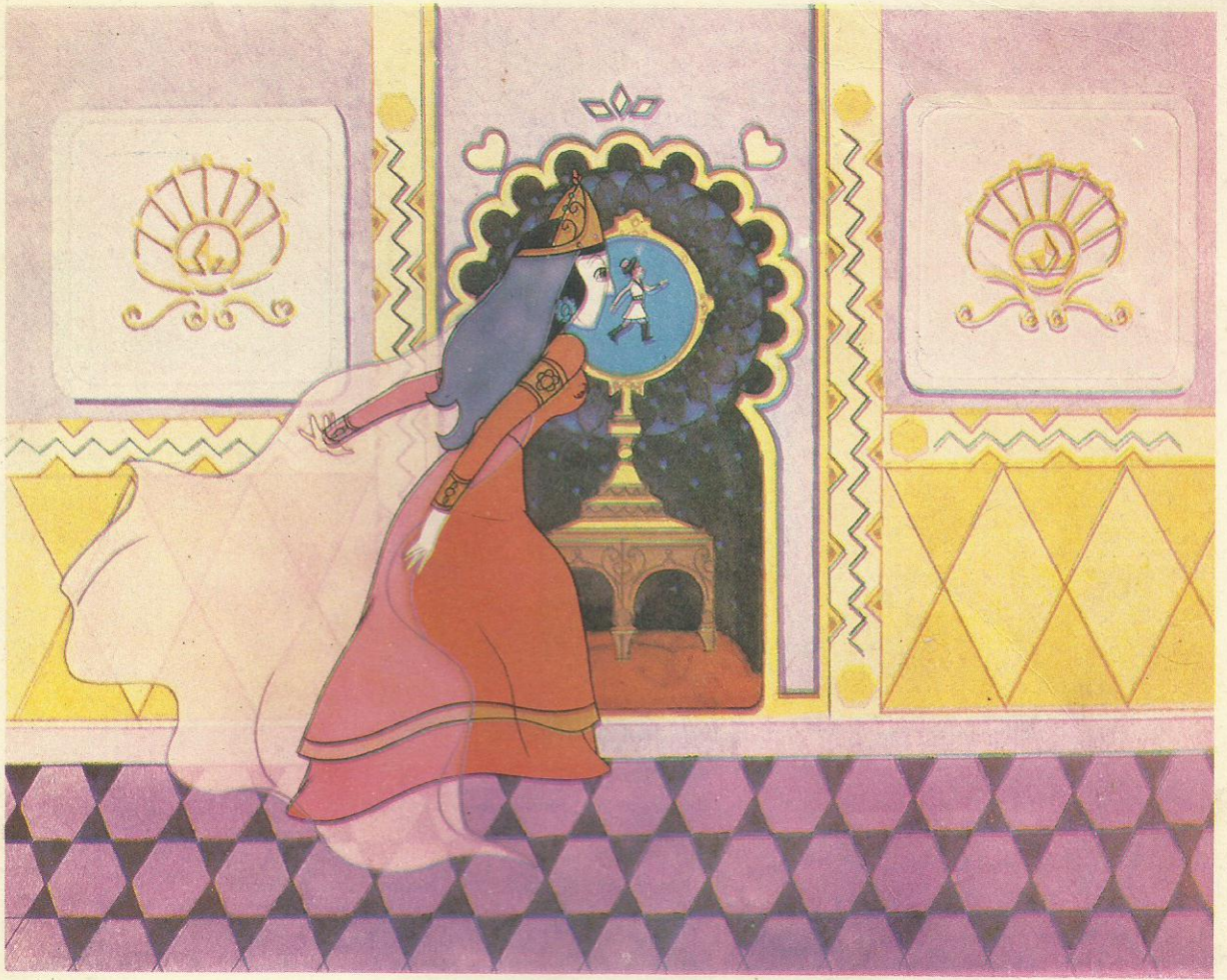
৫৩. হুঁশ হলে রাজকুমারী তাড়াতাড়ি উঠে আয়নার দিকে দৌড়ে যায়।
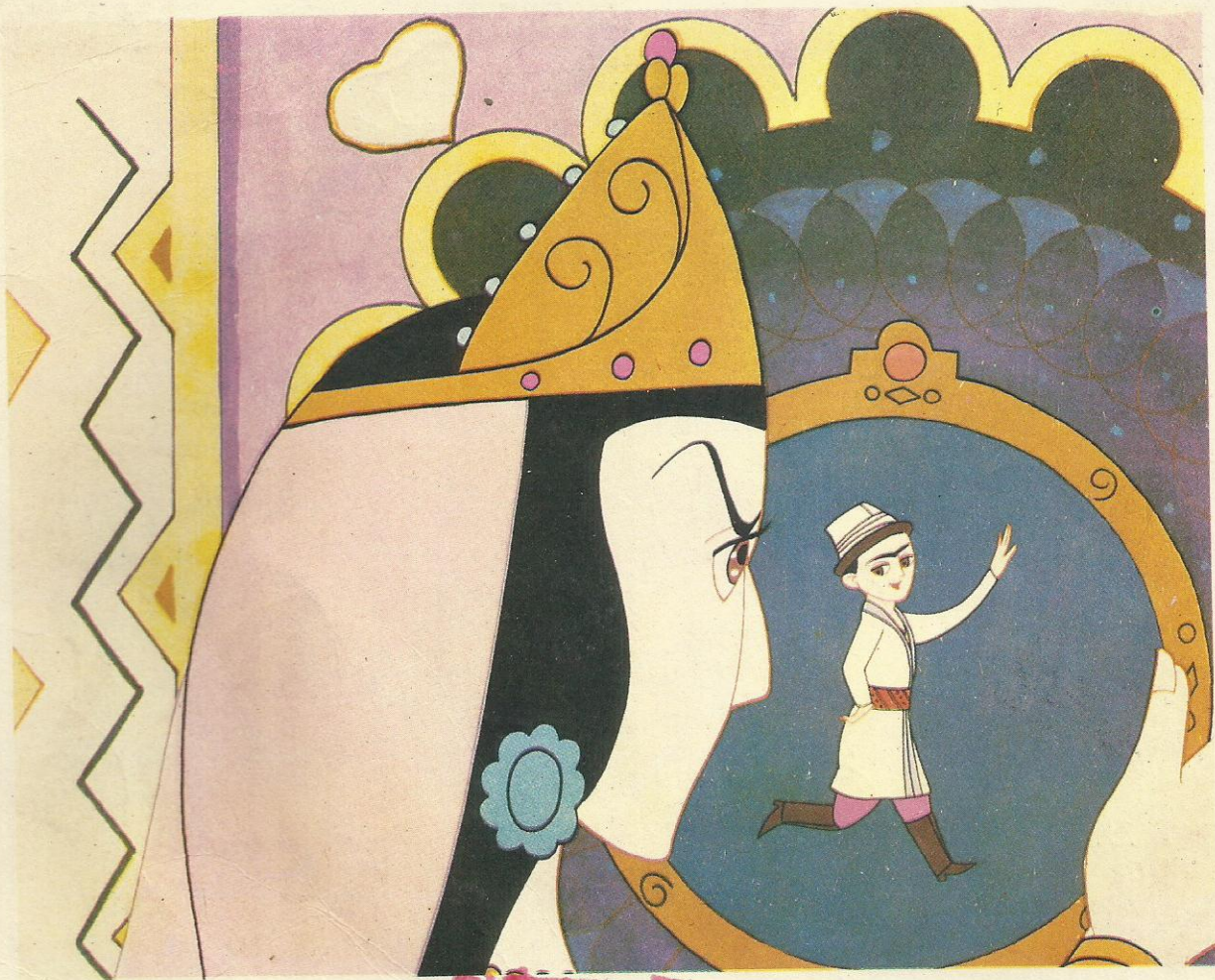
৫৪. সে আয়নায় দেখে যে সাউতুন পরমানন্দে পা ফেলে চলেছে।
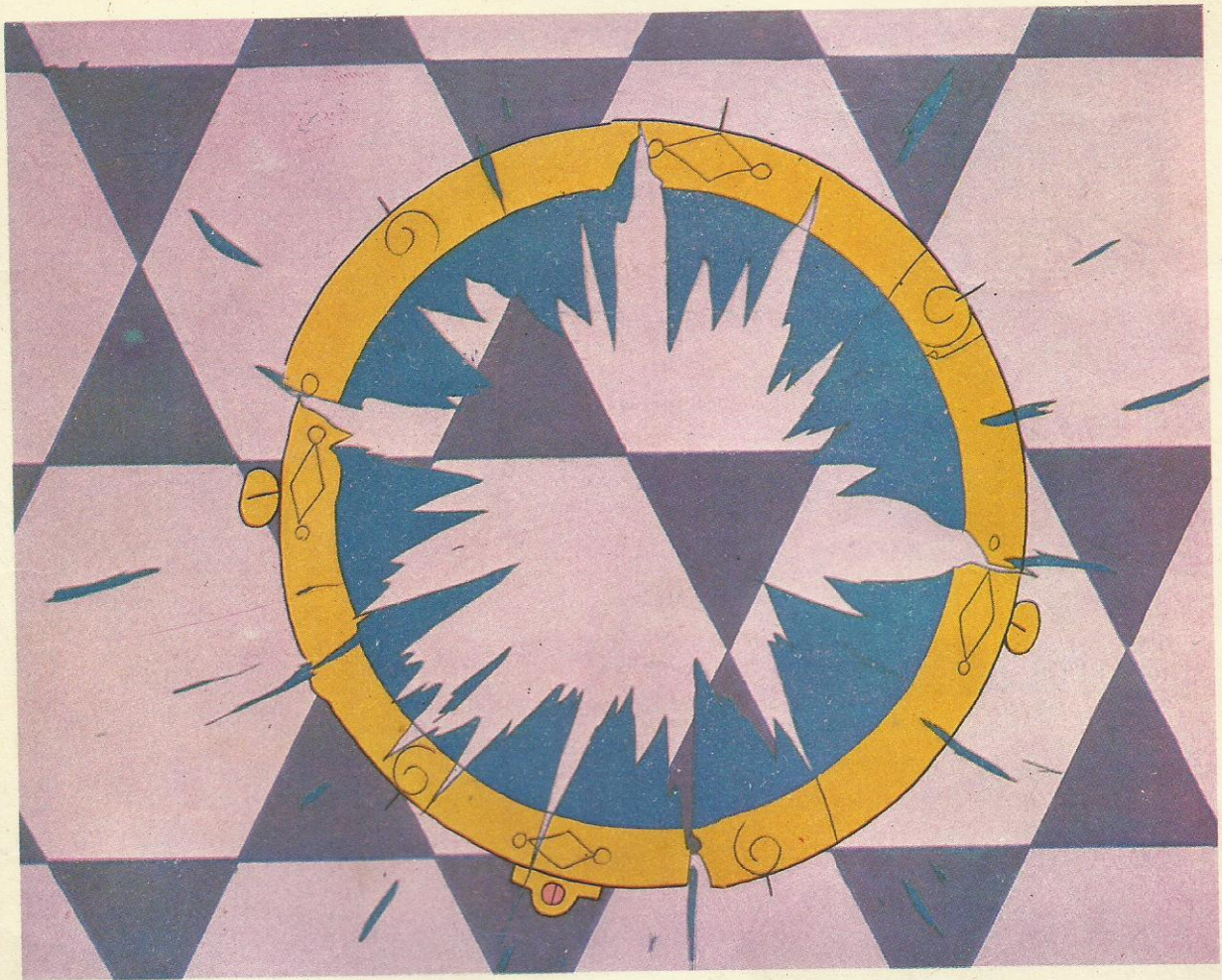
৫৫. রাজকুমারী রেগে ক্ষিপ্তভাবে যাদু-আয়না ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিল।

৫৬. জেলের ছেলে সাউতুন আরাম বা বিলাসী জীবন চায় না। সে বন্ধুদের সঙ্গে খুশিমনে সামনের দিকে এগিয়ে চলে।

善良的夏吾冬

梅　桜　撰　文、　绘画

*

外文出版社出版

（中国北京百万庄路24号）

外文印刷厂印刷

中国国际书店发行

（北京399信箱）

1984年1（20开）第一版

编号：（孟）8050—2205

00140

88—Bc—204P
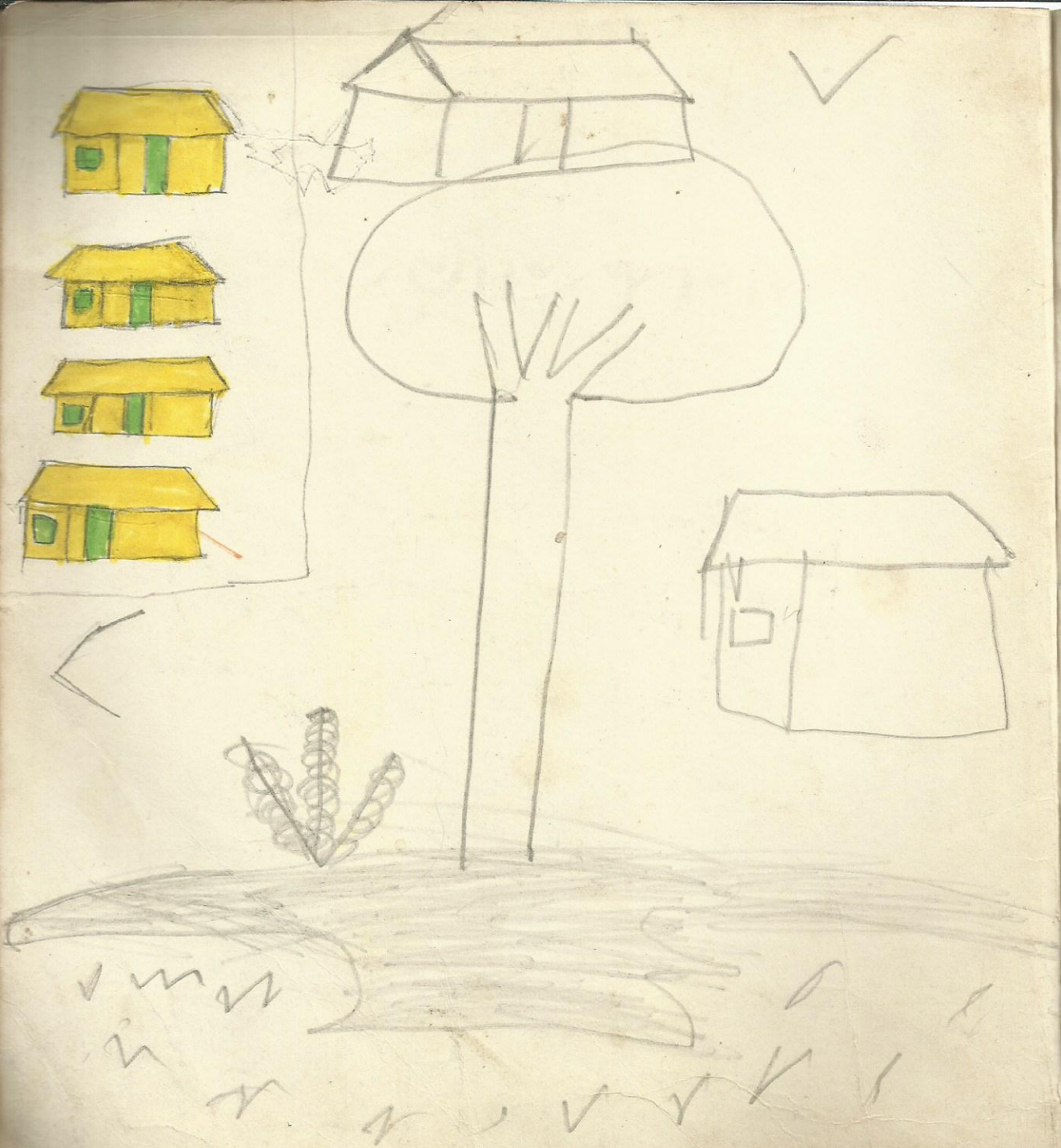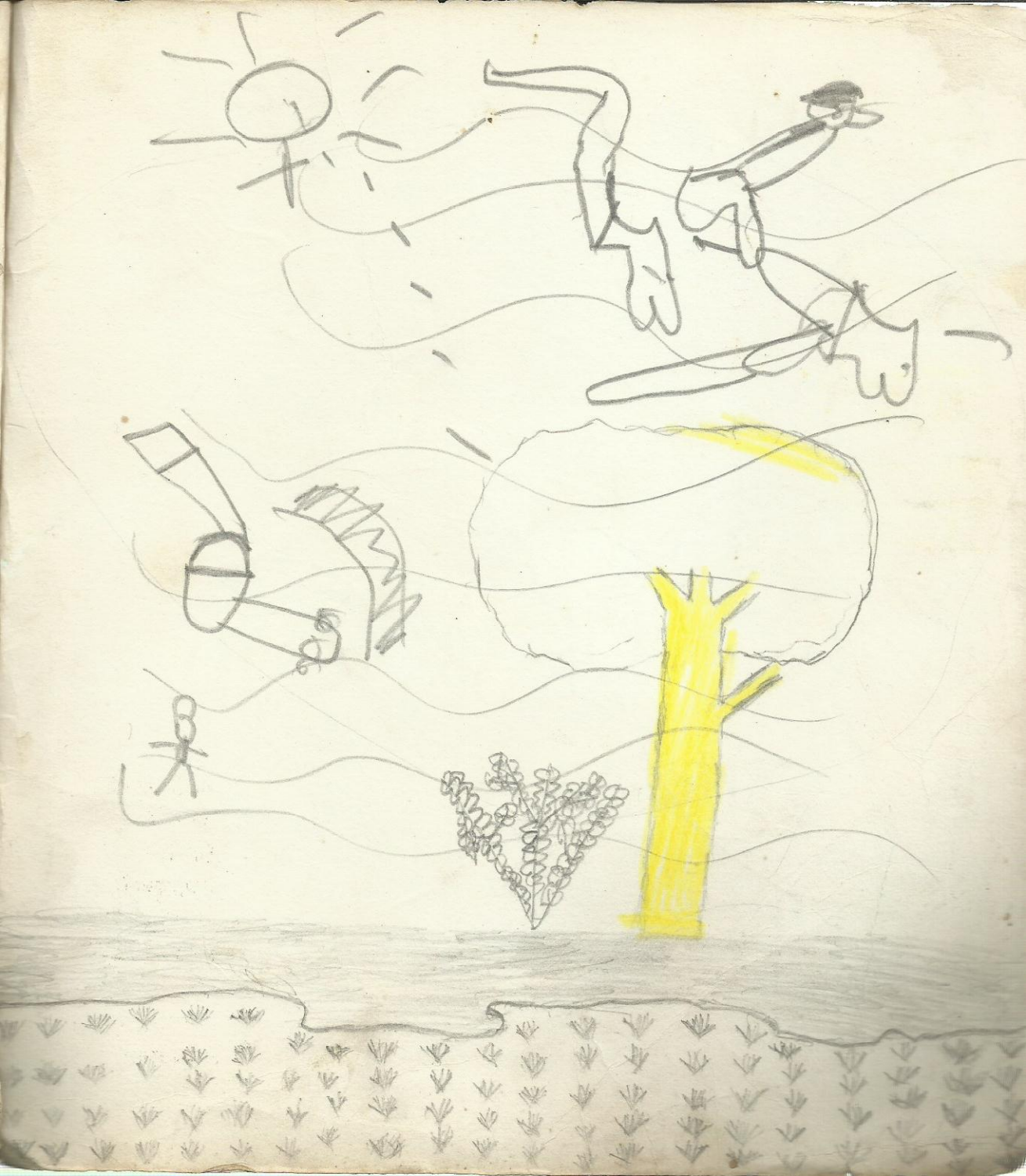
সম্প্রতিক বই :

আ পাও
দৈবদ্বীপ
মৎস্যকুমারী
লাওশান পর্বতের মহাপুরুষ
শেয়াল কন্যা
অন্ধ মেয়ে ও শেয়াল
দীর্ঘকেশী কুমারী
শামুককন্যা